হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার: জয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মন্তব্য করেছেন যে, একাত্তরের জামায়াতে ইসলামের মতো করে এখন হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, জাতির পিতার ভাস্কর্য ভেঙে স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা করা হয়েছে। স্বাধীনতার চেতনার ওপর যারা হামলা করবে তাদের রাজাকারদের মতো বিচার করা হবে। এসময় সজীব ওয়াজেদ জয় মৌলবাদী শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী ও রাজাকারদের বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

শনিবার রাতে চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাপনী বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে তারা সাহস করেছে জাতির পিতার মূর্তি ভাঙার। তাদের এই সাহস! জাতির জনকের মূর্তির ওপর হামলা করাটা কী? এটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা। আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা কারা করেছে, যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তাদেরকে আমরা কী বলি? তাদেকে আমরা কী ডাকি, তাদেরকে আমরা রাজাকার ডাকি। একাত্তরে ছিল জামায়াত আর এখন হেফাজতও সেই নতুন রাজাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ‘

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছি, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নয়নশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি, করে ফেলেছি। তবে এখানে দুঃখের বিষয়, একটি সতর্কতায় আমি শেষ করতে চাই, সেটা হল যে, এক শ্রেণি আছে আমাদের দেশে তারা ইতোমধ্যে খুব মাথা উঁচু করেছে দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়। ‘

আগামীতে ৫-জি ইন্টারনেট চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের যেখানের থ্রি-জি ছিল না সেখানে আমরা এখন ফোর-জি চালু করে দিয়েছি সারা দেশে। আগামী বছরের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে ফাইভ-জি চালু করা। ‘

এর আগে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীর কাথুলী ইউপি নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী আতিয়ার রহমানের র্যালী

মেহেরপুরের গাংনীর ১ নং কাথুলী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান মনোনয়ন প্রত্যাশী উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান নেতাকর্মীদের নিয়ে মোটর সাইকেল র্যালী করেছে। গতকাল শনিবার বিকেলে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মোটর সাইকেল র্যালীটি প্রদক্ষিণ করে।

এ সময় প্রায় তিন শতাধিক মোটর সাইকেল র্যালীতে অংশগ্রহণ করে। র্যালী শেষে নেতাকর্মীরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করার জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের বাসভবনে আসেন।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে কুষ্টিয়ায় স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি আলমাস হোসেন, সহ-সভাপতি অশোক চন্দ্র, পৌর কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

আলালউদ্দিন রেন্টু।

এ সময় শ্রমিকলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কমরেড আব্দুস সাত্তার, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আঃ মান্নান, ধানখোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সভাপতি ওবাইদুল্লাহ, সাবেক ছাত্রনেতা আঃ রকিব মাস্টারসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে- হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

তিনি বলেন, আজকের এই দিনে কুষ্টিয়া হানাদার মুক্ত হয়। একদিকে জেলাকে মুক্ত করার আনন্দ যেমন ছিল সবার মাঝে তেমন অন্য দিকে বুকের মধ্যে ছিল সব হারানো ব্যথা। অথচ স্বাধীনতা বিরোধীরা তখনও ছিলো এখনো আছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক মঞ্চে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধাদের ঠিকভাবে কোন সরকারই মূল্যায়ন করেনি কিংবা রাষ্ট্রকর্তৃক মূল্যায়িত হয়নি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা’র সরকার সূর্যসৈনিক মুক্তিযুদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করে চলেছেন এবং আগামীতে তাদের উত্তরসূরি পরিবারকে মূল্যায়নের ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন সম্মানীত করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা,

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফীন, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কুষ্টিয়ার কমান্ডার রফিকুল আলম টুকুসহ, সরকারি দপ্তরের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে শিল্পকলা একাডেমিসহ শিশু একাডেমির শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে।

দামুড়হুদায় আ: লীগ নেতা আ: জাব্বারের ইন্তেকাল

দামুড়হুদা উপজেলা আ: লীগের সহ-প্রচার সম্পাদক আব্দুল জাব্বার মিয়া(৬৫) মরণব্যাধী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহী..রাজিউন)। আব্দুল জাব্বার দামুড়হুদা দশমীপাড়ার মৃত নুর বকশো মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার ভোরে ঢাকা হাই কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আব্দুল জাব্বার স্ত্রী, তিন কন্যা,এক পুত্র সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে তার জানাজা নামাজ শেষে দশমী কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

জানাজা নামাজ পড়ান দামুড়হুদা উপজেলা মসজিদের ইমাম মুফতি আশরাফুল হক। তার মৃত্যুতে গভীর সমবেদনাসহ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জানাজা নামাজে শরিক হন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য জননেতা হাজী আলি আজগর টগর, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান,

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা পাইলট সরকারি হাই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক আ: মুন্নাফ, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি ইসমাইল হোসেন, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলি, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগনেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, শাহিন উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, আবুল হাশেমসহ শত শত মানুষ জানানজা নামাজে অংশ গ্রহণ করেন।

কালীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী নিয়ে আওয়ামীলীগে দ্বন্দ্ব

আগামী পৌরসভা নির্বাচনের ২টি ধাপের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা তালিকায় নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন।

প্রার্থিতা নিয়ে প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু’গ্রুপের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব। গ্রুপ দু’টির পক্ষ থেকে জেলা কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে দু’জনের নাম। দীর্ঘদিন দলটির গ্রুপিং ঝিমিয়ে থাকলেও আগামী পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তা এখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নানের পক্ষ থেকে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে তার আপন ভাইয়ের ছেলে সাহেদ কবির লিমনকে।

অন্যদিকে, বর্তমান এমপি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আজীম আনারের পক্ষ থেকে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বর্তমান মেয়র তার ভাগ্নে আশরাফুল আলম আশরাফকে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। আওয়ামী লীগের দু’টি গ্রুপই দু’জনকে দলীয় একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

কিন্তু কেন্দ্র যাকে নৌকা প্রতীক দিবেন তার পক্ষেই কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় অধিকাংশ নেতাকর্মীরা। গত ৩রা ডিসেম্বর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত দলীয় প্যাডে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কালীগঞ্জ পৌর নির্বাচনে একক মেয়র প্রার্থী হিসেবে সাহেদ কবির লিমনের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, একই দিন সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার। সভায় আগামী পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় একক প্রার্থী হিসেবে পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম আশরাফের নাম ঘোষণা করা হয়।

জানা গেছে, সাধারণ সম্পাদক পক্ষের মেয়র প্রার্থী কালীগঞ্জ পৌরসভার বর্তমান মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম আশরাফ। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের ভাগ্নে।

এদিকে, সভাপতি পক্ষের মেয়র প্রার্থী হিসেবে আছেন কালীগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সাহেদ কবির লিমন। তিনি সাবেক এমপি ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মান্নানের ভাইয়ের ছেলে।

উপজেলা উপ-নির্বাচনে গাড়ি ভাংচুর, ছয় সাংবাদিক আহত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা উপ-নির্বাচনে সাংবাদিকদের গাড়ি ভাংচুর হয়েছে। এতে ছয় সাংবাদিক আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার দুলালপুর কেন্দ্রর সংবাদ ও ছবি সংগ্রহে গিয়ে দুলালপুর বাজারে হামলায় শিকার হন তারা।

সূত্র জানায়, আহতরা হলেন সাংবাদিক ইমতিয়াজ আহমেদ জিতু, আশিকুরর রহমান, জহিরুল হক বাবু, বাপ্পি, বিপ্লব ও গাড়ি চালক। নৌকা প্রতীকের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান চৌধুরীর সমর্থকরা সাংবাদিকদের উপর হামলা করে বলে জানান আহত সাংবাদিকরা।

স্থানীয় সংবাদকর্মী মাহফুজ নান্টু জানান, আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একজনের অবস্থা খুবই খারাপ।
এ বিষয়ে জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, হামলার বিষয়ে অবগত হয়েছি। দুলালপুর কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির’র গণসংযোগ

প্রতিদিনের ন্যায় আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে পথসভা ও গণসংযোগ করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৌর এলাকার কাঁচা বাজার প্রাঙ্গণে এ পথসভা ও নির্বাচনী গণসংযোগ করেন।

নির্বাচনী গণসংযোগে হাসান কাদির গনু বলেন,‘ এ্ই মাসের মধ্যেই শুরু হচ্ছে রাস্তা, ড্রেন ও পানি সাপ্লাইয়ের কাজ। একই সাথে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ২৯টি রাস্তার কাজ শুরু হবে। রাস্তা গুলো নির্মাণ করা হলে কারোর আর অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না। এই রাস্তা গুলো অনেক আগে হবার কথা থাকলেও করোনার কারণে পিছিয়ে মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্বাচনী গণসংযোগে আনসার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ইমরুল কায়েস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারী, মাজেদ ভুঁইয়া, মুদি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন মিয়া, ওলিউল্লাহ খাঁন, খেদ আলী মেম্বার, ব্যবসায়ী রানা, বাবলু, আজাদ, বাদশা, মনিরুল, মিজান, সামসুল প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু: হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৪ টি বছর পাকিস্তানের কারাগারে থাকতে হয়েছিল। কারণ স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়েছেন, যার কারণে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। যার জন্য আমরা সংবিধান পেয়েছি। অথচ মৌলবাদীরা রাতের অন্ধকারে কুষ্টিয়ায় নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে আঘাত হেনেছে। আমরা মর্মাহত হয়েছি, গোটা জাতি মর্মাহত হয়েছে।

তিনি বলেন, তরুণ এই শক্তি তারুণ্যের জয়। দেশ স্বাধীনের পর পাকিস্তানকে পরাস্ত করেছিলো এই তরুণরা। বিএনপি তথা বেগম খালেদা জিয়ারও পতন ঘটানোর মুলে ছিলো এই তারুণ্য শক্তি। তাই তরুণ

সমাজের দায়িত্ব অনেক। এই তারুণ্যের শক্তি দিয়ে এ দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম উল্লেখ করে হানিফ বলেন, আমরা নবী করিম (সা:) এর ধর্ম পালন করি। মানুষ হত্যা, গণহত্যা কিংবা নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন ইসলাম সমর্থন করে না। অথচ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী রাজাকার বাহিনী তৈরি করে ধর্মের দোহায় দিয়ে চালায় খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনা।

হানিফ এমপি বলেন, স্বাধীনতার মূলনীতি ছিলো চারটি। এরমধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা। এই স্বাধীনতার পর রচিত হয়েছিলো সংবিধান। বাংলাদেশের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিনে এই সংবিধান অনুযায়ী চলবে।

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, একাত্তরের অপশক্তি আজও বিভ্রান্ত করছে। নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই যুবসমাজকে একত্রিত হওয়ার আহবান জানান।

জেলা যুবলীগের সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া -১ আসনের সংসদ সদস্য আ.কা.ম. সরওয়ার জাহান বাদশা এমপি, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব রবিউল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত

করেছে-ইনু

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। রাজনৈতিক মোল্লারা বঙ্গবন্ধুর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদের কোন মাফ নেই।

গত মঙ্গলবার সকালে তিনি কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধে মীমাংসিত সংবিধানের বিষয়ে কোনো ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। যেই রাজনৈতিক মোল্লা ও রাজাকাররা ধর্মের নামে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা বোনকে ধর্ষণ করেছে, সেই দেশদ্রোহী রাজনৈতিক মোল্লা রাজাকার নব্য রাজাকারদের কাছে ধর্মের ইজারা দেওয়া হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু আরও বলেন, এই রাজনৈতিক মোল্লারা কখনও রাজাকারদের কখনও জঙ্গিদের কখনো পাকিস্তানের কখনও বিএনপি-জামাতের ভাড়াটে খেলোয়াড়। এই রাজনৈতিক মোল্লারা ফতুয়া দেয়ার অধিকার হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ছাড়া ফতোয়া দেয়া বেআইনি বলেও জানান তিনি।

সাবেক এই তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির ভিত্তিতে চলবে সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করবে ধর্মের নামে অশান্তি ভাগাভাগি বাড়াবাড়ির অপচেষ্টা রুখে দেয়া হবে।

এসময় কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, কারসেল আলম, জিল্লুর রহমান, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলীসহ বিভিন্ন জাসদ নেতৃবৃন্দ ও জাসদ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জাসদের জেলা-উপজেলার নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত জনগণকে সাথে নিয়ে কুষ্টিয়া শহরের পৌর বিজয় উল্লাস থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

‘বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথেই নারী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন খালেদা জিয়া’

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ ধরেই বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

রোকেয়া দিবসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

বিবৃতিতে ফখরুল বলেন, বেগম রোকেয়া নারী সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বৈপ্লবিক। তিনি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীর ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাবলম্বিতা গুরুত্বপূর্ণ। সংসার, সমাজ ও অর্থনীতি জীবনের এই তিনটি ক্ষেত্রে নারীকে স্বায়ত্ত্বশাসিত ও আত্মমর্যাদাশীল হতে তিনি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর এ জন্য তিনি বিশ্বাস করতেন নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করতে রোকেয়া সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও। জিয়াউর রহমান বীর উত্তম নারীদেরকে চার দেয়ালের ভেতর থেকে বের করে এনে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বেগম রোকেয়ার পথই আজকের নারী সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। আজকে এই দিনে আমি মহিয়সী নারী বেগম

রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নারী সমাজকে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।